নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি

বর্তমান সমস্যাসমূহ

১।বিবিএস, ২০২১ অনুযায়ী নারায়নগঞ্জ শহরে ছোট, বড়, মাঝারি সব মিলিয়ে প্রায় ২৪০০ এর অধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে বায়ু, পানি, মাটি সর্বপরি পরিবেশ দূষণ করছে ।

২।যানবাহনের কালো ধোঁয়া বায়ু দূষন করছে

৩। শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ সরাসরি কোন পরিশোধন ছাড়াই পানিতে ফেলা হচ্ছে। নদী তীরবর্তী শিল্প কারখানাগুলো ইটিপি ব্যাবহার না করার কারনে বায়ু, পানি দূষিত হচ্ছে

৪।নারায়নগঞ্জ নগরীর অভ্যন্তরে অবস্থিত ২৫ নং ওয়ার্ড এবং আশেপাশে অবস্থিত ইট ভাটা, ৭ টি সিমেন্ট কারখানা (আকিজ, বসুন্ধরা, সাতঘোড়া, প্রিমিয়ার), চুনভাটা নগরীর পরিবেশের জন্য অন্যতম অন্তরায়

৫।শহরের মধ্যে গড়ে উঠা ভারী শিল্প কারখানা, স্টিল রি রোলিং মিল, গার্মেন্টস প্রভৃতি নানাভাবে পরিবেশ দূষন করে যাচ্ছে

৬। তরল শিল্প বর্জ্য (ডাইং, র ক্যামিকেল, প্রক্রিয়াজাত ক্যামিকেল), ব্যাটারী কারখানা, ডকইয়ার্ড , লবন এবং সাবান কারখানা পানি এবং নদী দূষণের জন্য দায়ী

৭।সিটি কর্পোরেশনের পয়ঃ নিস্কাশনের পানি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি নদীর সাথে যুক্ত হওয়ার কারনে পরিবেশ দুষিত হচ্ছে

৮। নারায়নগঞ্জ শহরে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের বসবাস। জীবন ও জীবিকার তাগিদে এখানে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে প্রতিনিয়ত বিপুল সংখ্যক লোক আসে। যার কারনে নগরীতে প্রচুর পরিমান কঠিন এবং পচনশীল বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এছাড়াও নগরবাসীর সচেতনতার অভাব এবং বিকল্প না থাকায় প্রচুর পরিমানে প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে

৯। নারায়নগঞ্জ নগরীর প্রানকেন্দ্র বলা হয় শীতলক্ষ্যা নদীকে । এই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই শহরের শিল্প, বানিজ্য এবং উন্নয়নের ভিত্তি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন সময়ে প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গের ছত্রছায়ার এখানে নদী দখল করে সিমেন্ট কারখানা সহ নানাবিধ শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে।

১০। ফিটনেসবিহীন এবং রুট পারমিট ছাড়া যানবাহন নগরীর শব্দ এবং বায়ু দূষণের অন্যতম কারন

১১।নাগরিক সচেতনতার অভাব এবং ব্যাক্তিপর্যায়ে যথাযথ উদ্যেগের অভাব পরোক্ষভাবে পরিবেশ দুষনের জন্য দায়ী

১২।পরিবেশ রক্ষাকারী সংস্থার তদারকির অভাব এবং নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের সদিচ্ছার অভাবের কারনে নারায়নগঞ্জের পরিবেশ দিন দিন বিপর্যয়ের দিকে দিন দিন ধাবিত হচ্ছে

১৩। পরিকল্পনাহীন যত্র তত্র স্থাপনা গড়ে উঠা , দালান তৈরীর নিয়ম না মানা, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কতৃপক্ষের উদাসীনতা নগরীর পরিবেশ ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে

১৪। শিল্প কারখানায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির অপ্রতুলতা এবং ব্যাবহারের সদিচ্ছাও পরিবেশ দূষনের কারন

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নগরীর পরিবেশ রক্ষায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উদ্যেগ গ্রহন করেছে। উল্ল্যেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরন নিচে উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রমিক নং ১ প্লাস্টিক পলিথিন ব্যাবস্থাপনা প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ Unilever, UNDP

উদ্দেশ্যে ঃ নগরীর প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরন এবং পুনঃব্যাবহার এর মাধ্যমে শহর পরিচ্ছন্ন রাখা , প্লাস্টিক বর্জ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে নগরবাসীকে সচেতন করা

মেয়াদকাল ঃ ২০২১-২০২৩

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

প্রকল্প কার্যক্রম ঃ

১. প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা সম্পর্কে নগরবাসীকে সচেতন করার কাজ চলমান রয়েছে

২। প্লাস্টিকের পৃথকীকরন, পুনঃব্যাবহার এবং এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে নগরবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে

৩। পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে নগরবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে

৪। বর্তমানে ২৪২ জন বর্জ্য সংগ্রহকারী, ১৫ জন রাস্তা ক্লিনার এবং ৫৩ জন প্লাস্টিক বর্জ্য পুনরুদ্ধারে নিয়োজিত রয়েছে

৫। এই পর্যন্ত প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ হয়েছে ১১২ মেট্রিক টন

৬। প্রতি কেজি প্লাস্টিক ৮ টাকা ৪০ পয়সা দরে ৩০৪০ টাকা , ৩১০ জন প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহকারীকে দেয়া হয়েছে । সর্বমোট প্রদেয় অর্থের পরিমান ৯,৪২,৪০০ টাকা যা নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক পুনঃব্যাবহার মূল্য।

৭। বর্জ্য সংগ্রহকারীদের মধ্যে ১১৫ জনের হেলথ ইন্সুরেন্স আছে , বাকিদের করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

৮। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার জন্য ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জের ৮ জন বিক্রেতার সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে

সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ড

যোগাযোগ ঃ
নামঃ মোঃ মাসুদ রানা
ফোনঃ 01723532660
মেইলঃ esdo.masud@gmail.com

ক্রমিক নং ২ঃ মেডিকেল বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ **Waste Concern**

উদ্দেশ্য ঃ চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ এবং যথাযথ ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ ঝুঁকি হ্রাস করা এবং জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা তৈরী করা

মেয়াদকাল ঃ ৫ অক্টোবর ২০২০ – ৩০ জুন ২০২২

স্থানঃ জাল্‌কুড়ি ডাম্পিং পয়েন্ট, ৯ নং ওয়ার্ড

প্রকল্প কার্যক্রম ঃ

১। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১১৪০ জন পরিচ্ছন্নকর্মীদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে

২। সেফটি মাস্ক, বুট, বিন, গ্লাভস সহ অন্যান্য নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ করা হবে

৩। বর্জ্য সংশোধন প্লান্ট স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

৪। চিকিৎসা বর্জ্য নিষ্পত্তির জন্য একটি ইনসিনারেশন প্লান্ট স্থাপন করা হবে

৫। বিশেষ চিকিৎসা বর্জ্য পরিবহন করার জন্য ২ টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহন দেয়া হয়েছে

সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ড

যোগাযোগ ঃ
নামঃ মোঃ রাশেদুল হাসান চৌধুরী
ফোনঃ 01723532660
মেইলঃ rashedulbupes1@gmail.com

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

ক্রমিক নং ৩ঃ ক্লাইমেট একশন প্লান (জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ICLEI - South Asia

উদ্দেশ্যে ঃ নারায়নগঞ্জ শহরে বিদ্যমান জলবায়ু, পরিবেশ, প্রতিবেশ রক্ষায় এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন রোধে, নগর সহনশীল জলবায়ু পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নিম্ন কার্বন নিঃসরণ রোধে সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা করা

মেয়াদকালঃ ২০১৭-২০১৯

প্রকল্প কার্যক্রম ঃ

১. গ্রিন হাউজ গ্যাস ইনভেন্টরি রিপোর্ট করা হয়েছে

২. জলবায়ু ঝুকি এবং দুর্বলতা মুল্যায়ন রিপোর্ট করা হয়েছে

৩. নগর সহনশীল জলবায়ু পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে

৪. নগরীর চাষাড়া, ২ নং রেল গেট এবং চাষাড়ায় ৩ টি বায়ুমান নির্নয় যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে

	চাষাড়া	২ নং রেলগেট	শেখ রাসেল পার্ক
বায়ুর গড় মান (AQI)	৪৫- ৩৫০+	৪২- ৩২৭+	২৩- ৫৭
মানের তারতম্যের কারন	নারায়ন গঞ্জের প্রাণকেন্দ্র , অধিক মানুষ এবং যানবাহন , গাড়ির কালো ধোঁয়া , ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কার্বন নির্গমন, পর্যাপ্ত গাছের অভাব	অধিক মানুষ এবং যানবাহন , গাড়ির কালো ধোঁয়া , ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কার্বন নির্গমন, পর্যাপ্ত গাছের অভাব	প্রচুর পরিমানে বৃক্ষ রোপন এবং বাস্তুসংস্থান রক্ষায় মাননীয় মেয়র মহোদয় কতৃক গৃহীত উদ্যেগ।
দূষনরোধে করনীয়	নগরবাসীর সচেতনতা, প্রচুর বৃক্ষ রোপন করা , দূষণরোধে সচেষ্ট থাকা , ব্যাস্ততম সময়ে বড় গাড়ী, লরি শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা , ফিটনেস বিহীন গাড়ী নগরের অভ্যন্তরে না চালানো	নগরবাসীর সচেতনতা, প্রচুর বৃক্ষ রোপন করা , দূষণরোধে সচেষ্ট থাকা , ব্যাস্ততম সময়ে বড় গাড়ী, লরি শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা , ফিটনেস বিহীন গাড়ী নগরের অভ্যন্তরে না চালানো	পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসা , নগরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

৫. যেকোন স্থানে বহনযোগ্য বায়ুমান নির্নয় যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে

৬. ২ টি সরকারি ভবনে ১১.৭৬ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার স্থাপন করা হয়েছে

৭. জলবায়ু ঝুঁকি নিরসনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

ফলাফল ঃ

১। বাংলাদেশের প্রথম নগরী হিসেবে জলবায়ু পরিকল্পনা প্রনয়ন যেখানে ৯ টি খাতে ২৪ ধরনের প্রকল্পের বিশদ বিবরন রয়েছে যা নগরীকে কার্বনমুক্ত এবং জলবায়ু সহনশীল করে তুলবে

২। নগরীর সম্ভ্যাব্য বায়ু দূষনের কারন নির্নয় এবং তা প্রতিকারে ব্যাবস্থা গ্রহন করা যাবে

৩। গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন রোধে কার্যপদ্ধতি প্রনয়ন করার জন্য সহায়তা প্রদান করবে

৪। সেক্টরভিত্তিক (আবাসন , কমার্শিয়াল, যানবাহন, শিল্প কারখানা , বর্জ্য ব্যাবস্থা, পানি পরিশোধন) নগরীর পরিবেশ, জলবায়ু উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার আলোকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং প্রকল্প গ্রহনে সহায়ক হবে

৫। নগরীর ঝুকিপূর্ণ খাতগুলো শনাক্তকরন এবং ব্যাবস্থাপত্র প্রনয়ন করা হয়েছে

৬। যেকোন স্থানে বহনযোগ্য বায়ুমান নির্নয় যন্ত্রের সাহায্যে শহরের মধ্যে যেসব শিল্প কারখানা অধিক পরিবেশ দূষন করছে তাদের সহজে শনাক্ত এবং ব্যাবস্থা গ্রহন করা যাবে

৭। পরিবেশ রক্ষায় নগরবাসীকে সচেতন করা এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথ ব্যাবস্থা নিতে গাইডলাইন প্রদান করবে

সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ড

যোগাযোগ ঃ
নামঃ দীপক ভৌমিক
ফোনঃ 01832919037
মেইলঃ d.bhowmick20@gmail.com

ক্রমিক নং ৪ঃ বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন , UD Green Energy Company Ltd , Consortium of UD Environmental Equipment Technology Co. Ltd, Everbright Environmental Protection Technical Equipment (Changzhou) Limited and SABS Syndicate , DPDC

লোকেশনঃ জালকুড়ি(৯ নং ওয়ার্ড)

উদ্দেশ্যে ঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণের জন্য ১৯১.১৮২৫ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত একটি প্রকল্প বিগত ৩১-১০-২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয় যার সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৩৪৫.৯১ কোটি টাকা। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন ৬০০ টন বর্জ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্লান্টে সরবরাহ করবে।

মেয়াদকালঃ প্রকল্পটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে প্রায় ১৮ (আঠার) মাস সময় লাগবে। পিডিবি ৬ মেগাওয়াট উৎপাদিত বিদ্যুৎ নির্ধারিত (20.91 USD Cents/Kwh) মূল্যে ২০ বছর ধরে ক্রয় করবে।

প্রকল্প কার্যক্রম ঃ

১। এই প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩.২৯ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে

২। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন ৬০০ টন বর্জ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্লান্টে সরবরাহ করবে।

৩। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এই প্ল্যান্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের অনাপত্তি প্রাপ্তিতে নির্বাচিত ঠিকাদারকে সহযোগিতা করবে।

৪। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে Land use agreement ও Waste supply agreement সম্পাদন করবে।

৫। পিডিবি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বর্জ্যের পরিমান পরিবীক্ষণ করবে।

৬। কোম্পানী বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যর্থ হলে প্রতি টন বর্জ্যের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০০ টাকা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করিবে।

৭। এই ভূমি ব্যবহার চুক্তির মেয়াদ ২০ (বিশ) বছর।

ফলাফল ঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নারায়ণগঞ্জ শহর একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব নগরীতে পরিণত হবে। নগরীতে কঠিন বর্জ্যের পরিমান অনেকাংশেই কমে আসবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে

সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ড

যোগাযোগ ঃ
নামঃ মোঃ আজগর হোসেন , নির্বাহী প্রকৌশলী , নাসিক
ফোনঃ ০১৮১৬০১৬৯২৪
মেইলঃ mdasgor.babul@gmail.com

ক্রমিক নং ৫ঃ খেলার মাঠ, পুকুর, খাল সংস্করন এবং পুন্রুদ্ধার

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

লোকেশনঃ ১-২৭ নং ওয়ার্ড

উদ্দেশ্যে ঃ নারায়নগঞ্জ নগরীতে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা, শিশু বান্ধব নগরী গড়ে তোলা, খাল সংস্করন এবং পুন্রুদ্ধার করার মাধ্যমে পাবলিক স্পেসের পরিসর বৃদ্ধি করা এবং নগরীর পরিবেশ, প্রতিবেশ , জলবায়ু সহ সামগ্রিক নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা

মেয়াদকালঃ ২০১১ – চলমান

প্রকল্প কার্যক্রম ঃ

১। ২৬ টি খাল সংস্করনের কাজ চলমান রয়েছে যার মধ্যে ইতিমধ্যে ৫ টি খালের সংস্করন এবং পুন্রুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। বাবুরাইল খাল এবং শেখ রাসেল নগর পার্ক জাতীয় এবং আন্তজার্তিক পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সম্মাননা এবং পুরস্কার পেয়েছে।

২। নগরীর ১০,১৬,১৯,২০,২২,২৪,২৫,২৭ নং ওয়ার্ডে চিত্তরঞ্জন খেলার মাঠ, ডিএসএস ক্লাব, মদনগঞ্জ ওয়েলফেয়ার মাঠ, মাহমুদনগর খেলার মাঠ, সোনাকান্দা ডকইয়ার্ড খেলার মাঠ, সিরাজউদ্দৌলা ক্লাব মাঠ, নবীগঞ্জ খেলার মাঠ, লক্ষণখোলা খেলার মাঠ, নির্মাণাধীন গোকূল দাসের খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ চলমান রয়েছে।

৩। বেদখল্কৃত সকল খাস জমি, পুকুর, খেলার মাঠ উদ্ধার, নদী দখল নিরসনে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে

ফলাফল ঃ গনপরিসর বৃদ্ধি পাওয়া, সকল শ্রেনীর মানুষের চিত্তবিনোদনের ব্যাবস্থা করা, নগরবাসীর নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত এবং বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা

সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ড

ক্রমিক নং ৬ঃ শীতলক্ষ্যা নদী দখল্মুক্ত করা

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

উদ্দেশ্যে ঃ নারায়নগঞ্জ নগরীর জীবনরেখা শীতলক্ষ্যা নদীকে দখল্মুক্ত এবং দুষনমুক্ত করে নগরবাসীর বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা

প্রকল্প কার্যক্রম ঃ

১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, BIWTA, BIWTC, সড়ক ও জনপথ বিভাগ সহ নদী সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে অবহিতকরন, নোটিশ পাঠানো, বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা এবং সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমাধানের কাজ চলমান রয়েছে।

২। ইতিমধ্যে নদীর তীরে অবস্থিত সিমেন্ট এবং ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে নদী দূষণ রোধে করনীয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে এবং নদীর তীর ঘেষে পার্ক, খেলার মাঠ এবং ওয়াকওয়ে নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে

৩। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নাগরিকদের দায়িত্ব অবহিতকরন এবং নগরবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সদা সচেষ্ট

সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ড

ক্রমিক নং ৭ঃ নারায়নগঞ্জ নগরীর জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

লোকেশনঃ ১-২৭ নং ওয়ার্ড

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

উদ্দেশ্যে ঃ শিল্প নগরী নারায়নগঞ্জের জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা ধরে রাখা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা , নগরীর পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলবায়ু উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা , পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যে সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরী করা

মেয়াদকালঃ সেপ্টেম্বর ২০২২ – চলমান

১ম সভার সিদ্ধান্ত ঃ

১। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জীববৈচিত্র¨ বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত করার জন্য উপস্থিত স্ব স্ব বিভাগের প্রতিনিধিগণ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করবেন।
২| শিল্প-কারখানা যেখানে সেখানে গড়ে ওঠা নিয়ন্ত্রণ কল্পে রাজউক থেকে একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যাপারে সর্বসম্মতি গ্রহন করেন |
৩| যে সকল শিল্প-কারখানা বর্জ্য পানি নিঃসরণ করছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান না করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকাভুক্ত করা হবে|

সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীঃ ১-২৭ নাম্বার ওয়ার্ড

যোগাযোগ ঃ
নামঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম , নগর পরিকল্পনাবিদ , নাসিক
ফোনঃ ০১৯১৩৯১০৩৯৩
মেইলঃ moin_planning@yahoo.com

সম্ভাব্য করনীয় / ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১। বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত হলে নগরীতে উৎপাদিত বর্জ্যের অধিকাংশই ইনসিনারেটরে চলে যাবে যা থেকে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে

২।সর্বত্র বহনযোগ্য বায়ুমান যন্ত্রের সাহায্যে নগরীর বায়ু দূষনকারী প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শনাক্ত করে যথাযথ ব্যাবস্থা নেয়া সম্ভব হবে। শহরের সার্বিক দিক বিবেচনা করা ৩ টি বায়ুমান নির্নয় যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এইধরনের যন্ত্র আরো স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে

৩। মেডিকেল বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রায় ১১৪০ এর অধিক পরিচ্ছন্নকর্মীকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, হাইজিন, নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থী, সাধারন জনগন এবং কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদেরও পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষন দেয়া হবে

৪।শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহকে ট্রেড লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে আরো অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নারায়নগঞ্জ নগরীর অভ্যন্তরে কোনভাবেই নতুন করে ট্যানারি, ডেইরি, সিমেন্ট, রি রোলিং মিল সহ প্রমুখ রেড ক্যাটাগরিভুক্ত শিল্প কারখানার অনুমোদন দেয়া যাবে না এবং বর্তমানে যেগুলোর অনুমোদন রয়েছে তাদের নিয়মিত মনিটর করতে হবে

৫। নদী বেদখল ও দূষণ রোধে স্থানীয়, জাতীয় পর্যায়ে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে কঠোর হস্তে দূষণকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে

৬। যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সরাসরি তাদের দূষিত বর্জ্য নদীতে ফেলছে তাদের বাধ্যতামূলক ভাবে ইটিপি করতে হবে

৭। নগরীকে সবুজ ,নির্মল এবং বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে বেশি করে বৃক্ষ রোপন করতে হবে। যেকোন খালি জায়গায় গাছ লাগাতে হবে এবং পরিচর্যা করতে হবে। ভবন মালিকেরা ব্যাক্তিগত উদ্যেগে ছাদবাগান করতে পারেন। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ছাদ বাগান প্রসারের জন্য ১৫% হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছে।

৮।শিল্প কারখানাগুলোকে মনিটরিংয়ের আওতায় আনার জন্য জোনভিত্তিক নগর পরিকল্পনা অতীব প্রয়োজনীয়। সেক্ষেত্রে নারায়নগঞ্জ নগরীর জন্য একটি "বিশদ নগর পরিকল্পনা" প্রনয়ন করা যেতে পারে

৯। **নেট মিটারিং সহ ছাদে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনে সহায়তা করা , প্রক্রিয়া সহজ করা এবং প্রচার করা** ঃ ৫% উচ্চ আয়ের এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের বাড়ির প্রতিটিতে 5 কিলোওয়াট এবং 20টি বহুতল ভবনের প্রতিটিতে 10 কিলোওয়াট সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে 01, 02, 03, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 23, 24 নং ওয়ার্ড এবং যেমন চাষাড়া, খানপুর,ইসদাইর, মাসদাইর, আমলাপাড়া,টানবাজার ও জামতলা এলাকা নির্ধারন করা যেতে পারে। এনসিসি বন্দরের নগর

মাতৃসদন এবং আলী আহাম্মেদ চুনকা পাঠাগারে দুটি সোলার রুফটপ সিস্টেম পাইলট করেছে। এই ধরনের কার্যক্রম বিশিষ্ট বড় সরকারি দপ্তর যেমন এনসিসি নতুন ভবন, ওসমান টাওয়ার, র‍্যাব, BIWTA, জেলা হাই কোর্ট, জেলা লাইব্রেরি , হাইস্কুল, গোদনাইল হাই স্কুল, মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গনবিদ্যা নিকেতন, ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল সহ বিভিন্ন স্থানে অনুসরন করা যেতে পারে

১০। **প্রচলিত আলোক উৎসের পরিবর্তে শক্তি সাশ্রয়ী আলোক উৎস ব্যাবহার করা ঃ** ১০% বিদ্যমান CFL বাতি, LED বাতি দিয়ে এবং T-8 টিউব লাইটের ৩৫% T5 এবং LED টিউব লাইট দিয়েপ্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে।

১১। **বর্তমান ফ্যানের পরিবর্তে শক্তি সাশ্রয়ী ফ্যানের ব্যাবহার করাঃ** ২৫% বাড়িতে প্রচলিত সিলিং ফ্যান প্রতিস্থাপন করা এবং অল্টারনেটিং কারেন্ট (এসি)টাইপ এবং শক্তি সাশ্রয়ী ব্রাশবিহীন ডিসি ফ্যান লাগানো যেতে পারে।

১২। **সবুজ/ইকো-বিল্ডিং নকশা প্রনয়নে পাইলট প্রকল্প গ্রহন করাঃ** নতুন বড় আবাসিক ভবন তৈরীর ক্ষেত্রে SREDA এর বিল্ডিং এনার্জি কমপ্লাইয়েন্স এবং পরিবেশ রেটিং (BEEER) স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সবুজ/ইকো-বিল্ডিং পাইলট প্রকল্প গ্রহন করা যেতে পারে

১৩। **পানি নিরীক্ষা, লিক খুজে বের করা, নেটওয়ার্ক উন্নত করার মাধ্যমে পানির অপচয় এবং রাজস্ববিহীন পানির উৎস হ্রাস করা ঃ** পানি নিরীক্ষা, লিক খুজে বের করা, নমনীয় লোহার পাইপ দিয়ে নেটওয়ার্ক উন্নত করার মাধ্যমে ২০% অপচয় রোধ করা যেতে পারে। বর্তমানে এডিবিঅর্থায়নে (UIIPF-Phase 1 and 2) প্রকল্প চলমান রয়েছে ,

১৪। আবাসিক,সর্বজনীন/প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিল্প এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল (RWH) সম্পর্কে সবাইকে অবগত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। যেসব এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার পর্যাপ্ত সক্ষমতা আছে সেগুলো প্রযুক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে খুজে বের করতে হবে। নতুন বড় আবাসিক ভবন এবং ভবিষ্যতে যেখানে ১০০ র অধিক (২০০০ বর্গ ফুটের বেশি) নতুন এপ্যার্টমেন্ট করার সুযোগ রয়েছে সেখানে পানি ধরে রাখার কৌশল (RWH) সম্পর্কে সবাইকে অবগত করতে হবে।

১৫। নগরীর জন্য জল সংরক্ষন নীতি প্রনয়ন করা ঃ নীতিমালা প্রনয়ন করার মাধ্যমে পৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রন করা,পানির অপচয় রোধ করা এবং মিটারের ব্যাবহার নিশ্চিত করা যাবে।

১৬। নারায়নগঞ্জ শহরের জন্য "**নিম্ন কার্বন ট্রান্সপোর্ট প্লান**" তৈরী করতে হবে। সেক্টরভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে ইলেকট্রিক রিকশা, নন মোটোরাইজড যানবাহন, সিএনজি মিনি বাস অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নগরীর ১,২ নং রেল গেইট, চাষাড়া, কালীর বাজার সংলগ্ন এলাকার দিকে হাল্কা যানবাহন অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১৭। নগরীর জলাশয়, পুকুর, খাল, নদী সংরক্ষন করতে হবে এবং নদী তীরবর্তী এলাকায় ভারী কোন শিল্প কারখানা স্থাপন করতে দেয়া যাবে না। পাবলিক স্পেসের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং বেশি করে খেলার মাঠ, পার্ক এবং চিত্তবিনোদনের স্থান তৈরী করতে হবে

১৮। প্রকৃতি ভিত্তিক উন্নয়নের দিকে জোর দিতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন এবং সুধীজনদের নগরীর পরিবেশ, প্রতিবেশ রক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। নাগরিকদের তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে আরো সচেতন হতে হবে।